আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু কেড়ে নিয়েছে সরকার।
আমরা নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসী,
আমাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান।

গত ৩০শে এপ্রিল, কেএমডিএ-র নির্দেশে রাজ্য সরকারের পুলিশ এসে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে জ্বালিয়ে দিল নোনাডাঙ্গায় আমাদের বস্তিগুলোর ঘর। আমাদের ঘর বলতে ছিলো মাথার ওপর ভিনাইল কিংবা ভাঙ্গা টালি আর দর্মার দেওয়াল। আমাদেরই চোখের সামনে বুলডোজারের হাঁ গিলে খেল আমাদের ২০০-রও বেশি বাড়ি— আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল বাঁশ আর দর্মায়। জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবারও সময় পেলো না সবাই। আর তারপর থেকে আমরা পরিবারের বাচ্চাগুলো সহ রোদ-জল-ঝড়-মশার মাঝে, মাঠের ওপর। আমাদের যাওয়ারও জায়গা নেই আর— তাই আমরা মাঠেই থাকছি— মাঠেই চলছে আমাদের যৌথ রান্নাঘর। আর এলাকায় চলছে পুলিশের টহলদারি, চলছে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি, দফায় দফায় খবর আসছে— এই বুঝি পুলিশ আসবে আবার আমাদের তাড়া করতে।

আমরা কোথা থেকে এলাম?

কলকাতা শহরে আমরা কেউ শখ করে এসে জায়গা নিয়ে বসিনি। আমাদের কেউ এসেছে সুন্দরবন থেকে— 'আয়লা'য় সর্বস্ব ভেসে যাবার পর, কেউ বা পেটের টানে রাজ্যের নানা গ্রামগঞ্জ থেকে ভাসতে ভাসতে কাজের সন্ধানে এসেছি কলকাতা শহরে, এসেছি অন্য জায়গা থেকে উচ্ছেদ হয়েও। আমরা কেউ ভ্যান টানি, কেউ কাজ করি পাইপ বা ইলেকট্রিক-এর মিস্ত্রীর, কেউ-বা বাড়িতে পরিচারিকার। আমরাই বানাই এ শহরের বড় বড় বিল্ডিং, ফ্লাইওভার; কলকারখানাগুলোকে সচল রাখি আমরাই। কলকাতা শহরটা— যা নাকি 'লন্ডন' হয়ে যাবে খুব শিগগিরই— সেটা টিকে থাকে আমাদের মতো বস্তিবাসীদের ঘাম আর পেশীর জোরে। অথচ এ-শহরে কি আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু মিলবে না? তাহলে আমরাই বা বাঁচবো কী করে? আর আমাদের বাদ দিয়ে শহরটাই বা চলবে কেমন করে?

আমরা কি বেআইনী?

আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে ভূমিরাজস্ব দফতর এই নোনাডাঙ্গা অঞ্চলের জমিগুলো অধিগ্রহণ করে— গরীব মানুষদের মধ্যে বিলি করবে বলে। আর তারপর এই জমির অল্প কিছু অংশে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বস্তি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের। আর আমরাও এ অঞ্চলে এসে বসতি গড়েছি, থাকার অন্য জায়গা নেই বলে।

বিগত কয়েক বছর ধরেই এ অঞ্চলের জমিগুলোকে খন্ড খন্ড করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে কোম্পানিগুলোর কাছে। এলাকার পুকুর ভেরীগুলোকে ঘোলা ফেলে বুজিয়ে জমির চরিত্র বদলে দেবার চেষ্টা করছে প্রমোটার- প্রশাসন- সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলো। শুধু আমরা যারা কোনরকমে বাঁচার আশ্রয়টুকু খুঁজতে চাইছি, তাদের বেলাতেই যত আইনের কচকচি? আমরাও তো দেশের নাগরিক, আমাদের ভোটার-কার্ড আছে, আমাদেরই ভোটে তৈরী হয়েছে সরকার। আমাদের বাঁচার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার তো সংবিধানস্বীকৃত। আমরা দাবী করছি যথাযথ পুনর্বাসনের, সেটাও তো আইনের বাইরে নয়?

আমাদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান

ঘর ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে মাঠে বাচ্চাসহ রাত কাটছে আমাদের— পোড়া বাঁশ আর মশার মাঝে, আতঙ্কের মধ্যে। একসাথে রান্না করে খাচ্ছি আমরা। পুলিশ সকাল বিকেল খোঁচাচ্ছে আমাদের উঠে যেতে। সরকার নির্দেশ দিয়েছে আমাদের তুলে দেওয়ার। নেতা-মন্ত্রীদের দরজায় দরজায় গিয়ে ফিরে এসেছি আমরা। মিডিয়ার ক্যামেরা মুখ ফিরিয়ে আছে আমাদের থেকে। আমরা নাকি 'নতুন', আমাদের নাকি দু'টো করে ফ্ল্যাট আছে এসব বলে ভুল বোঝানো হয়েছে যেসব মানুষদের, তারাও আমাদের ভুল বুঝে বিপক্ষে। আমরা তাই আবেদন সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে। আপনারা আসুন আমাদের এলাকায়, নিজের চোখে দেখুন আমাদের বাস্তব অবস্থাটা— পাশে দাঁড়ান আমাদের আন্দোলনের।

উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি

উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে উজ্জ্বল সাহা (৯৭৪৮৯২৪২৪২), নোনাডাঙ্গা মজদুর পল্লী কর্তৃক প্রকাশিত।